দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

# প্রশংসনীয় উদ্যোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ একটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত সোমবার উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে ২২টি ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা অঙ্গীকার করেছেন যে, তারা নিজ নিজ দল থেকে সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠন ওই কর্মীর পক্ষ সমর্থন করবে না। আমরা এই উদ্যোগকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাই এবং আশা রাখি যে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করবে।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সন্ত্রাস শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নয় এবং শুধু ছাত্র সংগঠনগুলো ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়। জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমস্যা প্রকট। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ ছাড়া একে জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসী কব্জা থেকে মুক্ত করা অসম্ভব। রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রধান সন্ত্রাসী শক্তি জামাত-শিবির। এদের ক্ষেত্রে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের নীতিকথায় চিড়ে ভিজবে না। দ্বিতীয়ত, ছাত্র সংগঠনগুলোকে সর্বত্র এই সন্ত্রাসবিরোধী অঙ্গীকার মেনে চলতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের বিরোধিতা করবো, আর জাহাঙ্গীরনগরে শিক্ষক পেটাবো— এ ধরনের নীতি কোন সংগঠনের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে না। ছাত্রদলকে এ বিষয়টা বুঝতে হবে। নিজ দলে সন্ত্রাসীদের রেখে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা কেউ বিশ্বাস করবে না। তেমনি ছাত্রলীগকেও বুঝতে হবে যে তাদের 'সীমাবদ্ধতা'র কথা বলে দায় এড়ানো যাবে না। জাসদ ছাত্রলীগ ও মন্টু ছাত্রলীগকেও অস্ত্রের রাজনীতি ছাড়তে হবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করবো, আর অস্ত্রের জোরে হল দখল করে রাখবো— এই দু'মুখো নীতি কোন দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে না। তৃতীয়ত, উপাচার্যবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতা সংশয়ের ঊর্ধ্বে হতে হবে। তা না হলে তাঁদের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠতে পারে। উপাচার্যবৃন্দের নানা পরিষদের উপদেষ্টা পদ গ্রহণ তাঁদের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তোলার সহায়ক নয়। চতুর্থত, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেসব সংগঠন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেবে তাদের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে পারেন। এতে আশা করা যায় ছাত্র সংগঠনগুলোকে সংযত করার ব্যাপারে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে।

সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র সংগঠনগুলোর বাইরে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন, আর সরকারী প্রশাসন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবেন— এটা কোন কাজের কথা নয়। অস্ত্রবাজ সন্ত্রাসীদের দমন করার দায়িত্ব মুখ্যত সরকারের। এ দায়িত্ব সরকার এড়িয়ে যেতে পারেন না কোনক্রমেই। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে সরকারী ব্যর্থতার জন্য দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি যেমন দায়ী, তেমনি উপদলীয় স্বার্থের কোন্দলও কম দায়ী নয়। মন্ত্রীরা যদি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী উপদলকে মদত দিতে থাকেন তাহলে জিন্নাহ হত্যার মত ঘটনা ঘটতেই থাকবে। কাজেই প্রশাসনকে আইন প্রয়োগ করতে হবে অন্ধের মত— কারো মুখ না চেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের পাশাপাশি সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিলে তবেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান সফল হতে পারে।

ক্ষমতাসীন ও বিরোধী নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলোকে দুটো কাজ করতে হবে। এক, ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলের গাঁটছড়ামুক্ত করতে হবে। দুই, সন্ত্রাসীদের কোনভাবে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা মনিটর করার জন্য উচ্চপর্যায়ে নিরপেক্ষ 'নাগরিক নজরদারি কমিশন' গঠন করা যেতে পারে।

সবশেষে একটি সতর্কবাণী। গত দশকেও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস মোকাবেলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠিত হয়েছিল। তখনও এমনই ভাল ভাল কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সন্ত্রাসী ঘটনার দায়ে ছাত্রদল ও জাসদ ছাত্রলীগের কয়েকজনকে বহিষ্কার করা হয়। জাসদ ছাত্রলীগ তা মেনে নিলেও ছাত্রদল মেনে নেয়নি, তারা পরিষদ থেকে বেরিয়ে যায়। বিএনপি নেতৃত্বও বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। ফলে পরিষদ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এবার যেন সেরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।